**পাট খড়ির ছাই**

বাংলাদেশ থেকে পাট খড়ির ছাই রপ্তানি হচ্ছে। ব্যতিক্রম এ পণ্যের রপ্তানি দিন দিন বাড়ছে। আর সে কারণে বাড়ছে ছাই উৎপাদনের কারখানা। পাটখড়ি বা পাটকাঠির ছাই চারকোল নামেও পরিচিত।বাংলাদেশ থেকে পাট খড়ির ছাইয়ের প্রধান আমদানিকারক দেশ হচ্ছে চীন। তাইওয়ান, ব্রাজিলেও এটি রপ্তানি হচ্ছে। এর বড় বাজার রয়েছে মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, ব্রাজিল, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানিসহ ইউরোপের দেশগুলোতে।পাট দিয়ে চট, বস্তা, কাপড়, কার্পেট তৈরী হলেও পাটখড়ি এতদিন গ্রামে মাটির চুলায় রান্না করার কাজে এবং ঘরের বেড়া দেওয়ার কাজেই ব্যবহৃত হতো। দেশের পার্টিকেল বোর্ড কারখানাগুলোতে উপকরণ হিসেবে পাটখড়ি ব্যবহৃত হয়। পাটখড়িকে ছাই বানিয়ে তা রপ্তানির পথ দেখান ওয়াং ফেই নামের চীনের এক নাগরিক। তাও মাত্র চার বছর আগে। আর এই চার বছরের ব্যবধানে দেশে ছাই উৎপাদনের কারখানা গড়ে উঠেছে ২৫টি। পাটখড়ির ছাই থেকে কার্বন পেপার, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ারের কালি, আতশবাজি ও ফেসওয়াশের উপকরণ, মোবাইলের ব্যাটারী, প্রসাধনপণ্য, দাঁত পরিস্কারের ঔষুধ ইত্যাদি পণ্য তৈরী হয় বিদেশে। বিশেষ চুল্লির মাধ্যমে পাটখড়ি ছাই করা হয়। কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে ফরিদপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, লালমনিরহাট ও রাজবাড়ীতে।দেশে বছরে ৩০ লাখ টন পাটখড়ি উৎপাদিত হয়। এর মাত্র ৫০ শতাংশকেও যদি ছাই করা যায় তাহলে বছরে উৎপাদন দাড়াঁবে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার টন। এক টন ছাইয়ের দাম ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ ডলার। এ খাত থেকে বছরে রপ্তানি আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ৩১ কোটি ২৫ লাভ ডলার। আর সরকার এ খাত থেকে বছরে রাজস্ব পারে ৪০ কোটি টাকা। এ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে ২০ হাজার ও পরোক্ষভাবে ২০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে এ খাত থেকে।তাছাড়া ছাই উৎপাদনের কারখানাগুলো পরিবেশবান্ধাব। এ কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগের পরিমানও খুব বেশি নয়। এ কারখানায় বিদ্যুৎ বেশি লাগে না। কাঁচামাল পাওয়া যায় সহজেই। দেশে প্রথম পাটখড়ির ছাই উৎপাদনের কারখানা করেন চীনা নাগরিক ওয়াৎ ফেই। যৌথ উদ্দ্যোগে তিনি যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়(আরজেএসসি) থেকে ২০১১ সালের ২৭ নভেম্বর মিমকো কার্বন কোম্পানি লিমিটেড নামে নিবন্ধন নেন। পরের বছর ২০১২ সালে প্রথমে জামালপুরে এবং পরে খুলনা ও ফরিদপুরে চালু হয় কারখানা।‘গ্রিন ইন্ডাষ্ট্রি’ আখ্যা দিয়ে পাটখড়ির ছাই উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার ইতিবাচক। তাছাড়া কিছু উদ্যোগও রয়েছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়েরও।